

# শ্রেষ্ঠ মাস রমজানের আমল সমূহ



## শ্রেষ্ঠ মাস রমযানের আমল সমূহ

রমজান পেয়েও যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ মুক্ত করতে পাড়েনি তার জন্য ধ্বংস!-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ (স:) মিস্বরে আরোহন করে বললেন, আমীন, আমীন, আমীন। রসুলুল্লাহ (স:) কে বলা হল : হে আল্লাহর রসুল (স:) আপনি মিস্বরে আরোহন করলেন তারপর বললেন আমীন, আমীন, আমীন। আপনি এমন করলেন কেন? তখন রসুল (স:) বললেন : (মিস্বরে প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই) জিবরাঈল (আ:) আমাকে বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমযান মাস পেল অথচ তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করতে পারলো না। (অত:পর জিবরাঈল (আ:) বললেন বলুন আমীন) আমি বললাম আমীন- তাই হোক।

(সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, আহমদ, তিরমিযী)

তাই আমাদের সকলের উচিত এই বরকতময় মাসে আমাদের নিজ নিজ গুনাহ খাতা মাফ করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজের জন্য পরিবার পরিজন, পিতা মাতা এবং সমস্ত মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করা। এই মাসে যেন আমরা আমাদের আমল নামা থেকে সমস্ত গুনাহ খাতা আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিয়ে আমাদের আমলনামাকে যেন আমরা সাদা কাগজের মত পরিষ্কার করিয়ে নিতে পারি। আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আল্লাহ আমাদেরকে আপনি তৌফিক দিন। আমীন। আমীন ইয়া রব্বুল আলামীন।

নিম্নের দোয়া সমূহ হাটা, চলন, উঠা, বসা সর্বঅবস্থায় পড়া যেতে পারে।- যিকির, তওবা, এসতেগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ آলাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই।

اللَّهُ نَسْتَغْفِرُكَ আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

اللَّهُ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ আমরা তোমার কাছে জান্নাত চাই।

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ আমরা তোমার কাছে দোযখের আগুন থেকে ক্ষমা চাই।

## দোয়া

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ हे आल्लाह, আমার প্রতি তোমার  
রহমতের दरजा खुले दाও ।

يَا رَحْمَنُ हे अतीव अनुग्रहकारी ।

يَا رَحِيمُ हे परम दयामय ।

رَبِّ ارْحَمْنَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের (পিতা মাতা) প্রতি দয়া কর  
যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে দয়া করেছেন ।

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি, তুমি  
আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

(সূরা, মুমিনুন আয়াত ১০৯)

## এস্তেগফার

অনবরত শুধু اسْتَغْفِرُ اللهَ পড়বেন সবসময় ।

اسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে  
তওবা করছি ।

اسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ : আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া  
আর কোন ফরিয়াদ কবুল কারি নেই, যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী । আমি তার  
নিকট তওবা করলাম ।

সহীহ বুখারীতে শাদ্দাদ বিন আউস (রা:) থেকে বর্ণিত রসূল (স:)  
বলেছেন, স্যাইয়েদুল এস্তেগফার (শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার) হল :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ  
وَوَعْدِكَ مَا سَتَطْعُنُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ  
بِدُنْيِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, পরওয়ারদিগার তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতি অংগীকারে আবদ্ধ আছি। আমি আমার কৃতকার্যের অনিষ্ঠ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করি আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করেছি। আর আমি আমার গুনাহ খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া গুনাহ সমূহের ক্ষমাকারী নাই।

### ক্ষমা

رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও আখিরাতের কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

اللَّهُمَّ أَجْزِنِ مِنَ النَّارِ

অর্থ : হে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

### রমজানের গুরুত্ব ও ফযীলত

\* রোজা ইসলামের মৌলিক ফরযগুলোর একটি।

\* রমযানুল মোবারক শুরু হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। এবং শয়তান গুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

\* রমযান মাসে ওমরা করা হজ্বের সমান ছওয়াব। (মুসলিম)

\* রোযার প্রতিদান অগণিত :-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেছে “মানব সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদানকে দশগুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত করানো হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন রোযা ব্যতীত। কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

\* রসুল (স:) বলেছেন : প্রত্যেক দিনে ও রাতে আল্লাহর মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দোয়া কবুলের মহান প্রতিশ্রুতি” (আহমদ, তারবানি ফিল আওসাত বিশুদ্ধ সনদে)

\* জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন, প্রত্যেক ইফতারের সময় আল্লাহর মুক্তি প্রাপ্ত বান্দা রয়েছে আর তা প্রত্যেক রাতে  
(ইবনে মাজাহ, হাদিসটি হাসান, সহীহ)

অর্থাৎ রমযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহর মুক্ত করা কতিপয় বান্দা থাকে যারা আল্লাহর মহব্বত আশা ও শাস্তির ভয়ে সওম রাখে। সওম হিফায়ত করে, কিয়াম করে, ইহসানের প্রতি যত্নশীল থাকে ও অধিক নেক আমল করে, তারা মুক্তির বেশী হকদার। জাহান্নাম থেকে মুক্ত এসব বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া কবুলের ওয়াদা রয়েছে। তারা দুটি কল্যাণ লাভ করেছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও দুয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি।

\* নবী (সাঃ) বলেছেনঃ- রোযা জাহান্নাম থেকে ঢাল স্বরূপ”,  
(নাসাই, ইবনে মাজাহ)

সেই রোযা জাহান্নামের ঢাল হবে যেই রোযায় রোযা বিনষ্টকারী কোন কথা বা কাজ সংঘটিত হয় নি, যেমন : গীবত, মিথ্যা, গালিগালাজ ইত্যাদি। আবু উবাইদার বর্ণনায় এসেছে, “রোযা ঢাল স্বরূপ যতক্ষণ না সে ঢাল ভেঙ্গে ফেলা হয়।”

অতএব রোযা পালনকারীর উচিত সওয়াব বিনষ্টকারী কর্ম বা হারাম কর্ম থেকে বেঁচে থেকে রোযার হেফাজত করা। যেমন : চোখ, কান ও জবান সংরক্ষণ করা তাহলে ইনশাআল্লাহ তার রোযা তার জন্য জাহান্নামের ঢাল হিসাবে কাজ করবে। নতুবা এর কোন মূল্যই থাকবে না।

## রোযা রেখে গীবত করায় কঠোর হুশিয়ারী

যেমন : \* নবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে অন্যায় কথন (গীবত, মিথ্যা, গালিগালাম, অপবাদ, অভিসম্পাত ইত্যাদি) ও কাজ পরিত্যাগ করে না তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।  
(তিরমিযি)

\* নবী (সাঃ) বলেছেন :— রোযাদারের জন্য বেহেশতে “রায়্যান” নামে একটি বিশেষ দরজা বানানো হয়েছে। এ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারেরাই প্রবেশ করবে।  
(বুখারী, মুসলিম)

\* নবী (সাঃ) বলেছেন :— রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : হে আমার প্রভু! আমি তাকে দিনে আহার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার

সুপারিশ কবুল করুন এবং কুরআন বলবে আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।  
উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। (আহমদ, তারবানী)

## রোযার নিয়ত

রোযার নিয়ত হৃদয়ের ইচ্ছায় হয়ে যায়। যে নিয়ত আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

নিয়ত অন্তরের আমল, অতএব যার অন্তরে এই ধারণা হল যে, আগামীকাল সে সওম রাখবে সে নিয়ত করল।

নবী (সা:) বলেনঃ- “যে ফজরের পূর্বে সওমের নিয়ত করলো না, তার সওম নেই”। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

## সেহরী ইফতার

\* সেহরী খাওয়ায় বরকত আছে। (বুখারী, মুসলিম)

\* রাসূল (সাঃ) বলেছেন- আমাদের রোযা ও আহলে কিতাব (ইহুদী, নাছারা) দের রোযার পার্থক্য হচ্ছে সেহরী ভক্ষণ করা। (মুসলিম)

\* ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেছেন: নিশ্চই আল্লাহ সেহরী ভক্ষণকারীদের ওপর রহমত প্রেরণ করেন এবং তার ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৪৬৭)

\* আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী (সা:) বলেছেন: “খেজুর মুমিনদের উত্তম সেহরি:। (আবু দাউদ)

\* সেহরীতে আহলে কিতাবদের বিরোধীতা রয়েছে। তারা সেহরী খায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সাথে মিল রাখা ও তাদের আখলাক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হারাম।

\* যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করালো, তার রোযাদারের সমান সওয়াব হবে। তবে রোযাদারের নেকী বিন্দুমাত্র কম হবে না। (তিরমিযী)

\* সেহরী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ খানা না ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়া দরকার। (আবু দাউদ)

\* ইফতারের সময় নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নত:-

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ

অর্থ : “তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চান তো সওয়াব নির্ধারিত হলো।”  
(আবু দাউদ, মিশকাত)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে তার দ্বারা প্রার্থনা জানাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (ইবনে মাজাহ)

اللَّهُمَّ صُنِّتْ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى رِزْقِكَ وَأَفْطَرْتَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনারই সম্ভ্রষ্টির জন্য রোযা রেখেছিলাম এবং আপনারই রিযিকের উপর নির্ভর করেছিলাম এবং এখন আপনারই অনুগ্রহে ইফতার করছি।  
(আবু দাউদ)

## তারাবীহ

নবী সা: বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমযানে তারাবীহ পড়বে তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।

(বুখারী)

\* রমযানের তারাবী অন্যান্য মাস সমূহের তাহাজ্জুদ বা কিয়ামে লাইলের অন্য নাম।

\* তারাবীর নামায সুন্নত হিসাবে আট রাকাত, সুন্নত বিনে রাকাতের কোন সংখ্যা নেই যার যা ইচ্ছা পড়তে পারে।

\* তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত করে পড়া ভাল।

## লাইলাতুল কদর

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:- নিশ্চই আমি এটি অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদরে। তুমি কি যান লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতা ও রুহ (জিরাসিল) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতীর্ণ হন। শান্তিময় সেই রাত উষার আর্ভাব পর্যন্ত।

(সূরা আল কদর: আয়াত:১-৫)

## হাদীসের আলোকে লাইলাতুল কদর

(ক)

\* আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে ইবাদত করবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (বুখারী)

(খ)

\* মা আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,  
“রমজানের শেষ দশ তারিখে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর”।

(বুখারী)

(গ)

\* আবু বকরের নিকট লাইলাতুল কদর উল্লেখ করা হল: তিনি বলেন, আমি যা রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে শুনেছি, তা কখনো আমি শেষ দশদিন ব্যতীত তালাশ করিনা। আমি তাকে বলতে শুনেছি লাইলাতুল কদর তোমরা রমযানের অবশিষ্ট নয় দিনে তালাশ কর অথবা সর্ব শেষ রাতে তালাশ কর।

(তিরমিযী, হাদিসটি হাসান, ছহীহ)

(ঘ)

\* তিমিযির এক বর্ণনায় আছে, “উবাই ইবনে কাব বলেছেন, আল্লাহর শপথ আব্দুল্লাই ইবনে মাসউদ নিশ্চিত জানে যে, লাইলাতুল কদর রমযানে এবং তা সাতাশে। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে চাননি, যেন তোমরা অলস বসে না থাক”। (তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলেছেন)

(ঙ)

\* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা:) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে: হে আল্লাহর নবী! আমি খুব বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোক, আমার দাঁড়িয়ে থাকা খুব কঠিন, অতএব আমাকে এমন এক রাতের কথা বলুন, যেন সেই রাতে আল্লাহ আমাকে লাইলাতুল কদর দান করেন। তিনি বলেন, তোমার উচিত সাতাশ আকড়ে ধরা।

(আহমদ, বায়হাকী)



(চ)

\* আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সঃ) এর একদল সাহাবীকে শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে। রসূল (সঃ) বলেন :-

আমি দেখেছি তোমাদের সবার স্বপ্ন শেষ সাতের ব্যাপারে অভিন্ন। কাজেই যে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে চায়, সে যেন তা শেষ সাতে তালাশ করে।  
(বুখারী, মুসলিম)

(ছ)

\* নবী (সঃ) বলেন :- তোমরা শেষ দশে লাইলাতুল কদর তালাশ কর, যদি তোমাদের কেউ দুর্বল অথবা অপারগ হয়, তবে শেষ সাতে যেন তা অব্বেষণ করা ত্যাগ না করে।  
(বুখারী, মুসলিম)

(জ)

\* উবাদা ইবনে সাকাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :-  
নবী (সঃ) আমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সুসংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছেন, অতঃপর দুজন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছি কিন্তু অমুক দুই ব্যক্তি ঝগড়া করল, ফলে তা উঠিয়ে নেয়া হল। খুব সম্ভব এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা তা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।  
(বুখারী, আহমদ)

(ঝ)

\* রসূল (সঃ) বলেছেন :- আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা আবার ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি দেখেছি সে রাতের সকালে পানি ও মাটিতে সেজদা করছি। তিনি বলেন : তেইশ তারিখের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। রসূল (সঃ) আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করে খুরে বসেন তখন তার কপালে পানি ও মাটির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস বলেন! সেটা ছিল রমযানের তেইশ তারিখ। অর্থাৎ সেই বছর কদরের রাত তেইশ রমযানে ছিল।

(মুসলিম, আবু দাউদ)

মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন :- “লাইলাতুল কদর হচ্ছে সাতাশের রাত” (আবু দাউদ)

## শিক্ষা ও মাসায়েল :

\* কারণবসতঃ কোন বিষয় না বলা আলেমদের জন্য বৈধ, যেমন মানুষের মধ্যে অলসতা ও নেক আমলে ক্রটির সম্ভাবনা হতে পারে ইত্যাদি।

\* আলেমদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে লাইলাতুল কদর পরিবর্তনশীল, তবে সাতাশের রাত অধিক সম্ভাবনাময় যেমন উবাই ইবনে কাব শপথ করে বলেছেন।

\* নবী (সঃ) বৃদ্ধ লোককে লাইলাতুল কদর সাতাশে করা অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থী নয়, যেখানে অন্য রাতে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে, কারণ নবী (সঃ) তাকে সেই বছরের কথা বলেছেন, যেই বছর সে জিজ্ঞাসা করেছে।

\* লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, এর মধ্যে অধিক সম্ভাব্য রাত হচ্ছে বেজোড় রাত, তবে অবশিষ্ট রাতের বিবেচনায় জোড় রাতে হতে পারে যদি মাস ত্রিশ দিনের হয়, এজন্য মুসলিমদের উচিত শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা।

রসূল (সঃ) শবে কদরে নিম্নের দোয়া পড়তে বলেছেন :-

### কদরের দুয়া

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা কর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

\* عَفَا عَنِ هُوَ অপরাধ ক্ষমাকারী

\* عَفَا عَنِ هُوَ মুক্তিদাতা।

### ছদকায়ে ফিতর

\* যে ব্যক্তির কাছে এক রাতের খাবার নেই তার ছদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে না।

\* ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরজ।

(বুখারী, মুসলিম)

সদকাতুল ফিতর সকল মুসলমানের উপর ফরয। যা ফরয করা হয়েছে যাকাতের নির্দেশের পূর্বে। যাকাত ফরযের পর পূর্বের নির্দেশের কারণে তা এখনো ফরয।

\* ছদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য : রোযা অবস্থায় সংঘটিত গুনাহ সমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।  
(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

\* ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা উচিত। অন্যথায় তা ফরয আদায় হবে না তা সাধারণ ছদকায়ে পরিণত হবে।  
(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

\* ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক ‘ছা’ যার পরিমাণ তিন সের অথবা আড়াই কিলোগ্রাম সমান। (চাল, খেজুর, আটা) যেই দেশের যেটি প্রধান খাদ্য।

\* ছদকায়ে ফিতর আদায়ের প্রথম সময় আঠাশে রমযান সাহাবায়ে কেরাম ঈদের এক, দুদিন আগে তা আদায় করতেন এবং সর্বশেষ সময় ঈদের নামাযের পূর্বে।

\* ছদকায়ে ফিতরের অধিকারী ব্যক্তিগণ তারাই যারা যাকাতের অধিকারী।

## কিছু সারকথা

- \* রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস।
- \* রমযান মাস বরকতের মাস।
- \* রমযান মাস নফল ইবাদতের মাস।
- \* রমযান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।
- \* রমযান মাস দান করার মাস।
- \* রমযান মাস কুরআন শোনা ও শোনানোর মাস।
- \* রমযান মাস শয়তান ও দুষ্ট জিনেদের শৃঙ্খলাবন্ধ করার মাস।
- \* রমযান মাস জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়ার মাস।
- \* রমযান মাস জান্নাতের দরজা খুলে দেয়ার মাস।
- \* রমযান মাস দুআ কবুলের মাস।
- \* রমযান মাসে শয়তান বদী থাকে। ফলে এটাই বিরাট সুযোগ এই সুযোগকে যেন আপনি যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে পারেন তার জন্য কিছু করণীয় :-

## কুরআন সম্পর্কে করণীয়

- \* রমযান মাসে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার প্রস্তুতি নিন।
- \* যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে না জানেন, তাহলে দেরি না করে যে কারও সাহায্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এটিকেই কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরির প্রথম কমসূচি নির্ধারণ করুন।
- \* মুখস্থ সূরা বা আয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। ছোট ছোট সূরা এবং গুরুত্বপূর্ণ আয়াত মুখস্থ করার পরিকল্পনা নিন।
- \* কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়ুন।
- \* যেসব সূরা নামাযে পড়ে সেগুলির অর্থ অবশ্যই জেনে নিন।
- \* আপনার চারপাশে কুরআন না জানা মানুষকে কুরআনের সংস্পর্শে আনার চেষ্টা করুন। প্রথমেই আপনার পরিবার থেকে শুরু করুন। আপনার প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজন, অফিস, ফ্যাক্টরী, মিল কারখানা বা ফার্মের অধীনস্থ জনকে কুরআন শিক্ষার আওতায় আনুন।

## সফল রোযার জন্য করণীয়

- \* প্রত্যেকটি রোযা পালন করার জন্য পাকা নিয়ত ও দুঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।
- \* ইতিপূর্বে কোন কারণে রোযা পালনে অবহেলা বা গাফেলাত হয়ে থাকলে সেগুলির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হোন।
- \* শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য রোযা রাখুন।
- \* আল্লাহ তাআলার দরবারে নিয়মিত সুন্দরভাবে ভাল রোযা রাখার তৌফিক চেয়ে দুয়া করুন।
- \* সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করুন এবং অন্যায় বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকুন।
- \* ব্যক্তিগত বদ অভ্যাস দ্বারা যে সমস্ত পাপ সংঘটিত হয় সেগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে দূরে থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- \* খাদ্যের ব্যাপারে সতর্ক হোন। হালাল খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সর্বাত্রিকভাবে হারাম খাদ্য বর্জন করুন।
- \* সব ধরনের অবৈধ যৌন আচরণ পরিত্যাগ করুন।

\* দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও পর্দা মেনে চলুন।

\* মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করুন।

\* রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

\* পরনিন্দা বা গীবত বন্ধ করুন। এটি রোযা ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

\* দৈনন্দিন কাজকর্মে কোন পাপ না ঘটি সেগুলি অনেক বেশী সতর্ক থাকুন।

\* অহংকার, হিংসা, অতিলোভ, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, মানুষের ক্ষতি করা, অবৈধ উপার্জন, অপব্যয়-অপচয়, ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের প্রতি অবহেলা এবং ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক যে কোন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্টতা, খোদাদ্রোহী অবিশ্বাসী কাফের মুনাফিক ও মুশরিকদের সাথে সখ্যতা ইত্যাদি ছেড়ে দিন।

\* মহিলাদের প্রাকৃতিক কারণে যে সকল রোযাগুলি বাদ পড়বে সেগুলি হিসাব করে গণনা করে রাখুন এবং পরবর্তিতে সেগুলি গুণে গুণে সঠিকভাবে পালনের নিয়ত করুন।

\* দাদা-দাদী, বাবা-মা সহ কেউ বয়স্ক এবং অসুস্থ্য কেউ থাকলে যদি রোযা পালনে অক্ষম হয় তাহলে তাদের প্রত্যেক রোযার জন্য ফিদিয়া প্রদান করুন।

\* অনেকের বাড়িতে কাজের লোক রয়েছে তাদেরকে রোযা পালনে সাহায্য করুন। তাদের কাজের ভার কিছুটা হলেও হালকা করে দিন।

\* যারা নিয়মিত টিভিতে সিরিয়াল দেখে অভ্যস্থ তারা তা দেখা থেকে বিরত থেকে আপনার মূল্যবান সময় কাজে লাগিয়ে আপনার জন্য জান্নাত কবুল করিয়ে নিন। কারণ আগামী রমযান যে আপনি পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথ মূল্য দিন।

## সেহেরী ইফতারে করণীয়

\* সময় হওয়া মাত্র ইফতার করুন, অযথা বিলম্ব করবেন না।

\* ইফতার ও সেহেরীতে খাদ্য নিয়ে কোন রকম বাড়াবাড়ি করবেন না।

\* ইফতারের ব্যাপারে অযৌক্তি অস্থিরতা ও হৈ চৈ করা থেকে বিরত থাকুন।

\* আসরের নামাযের পূর্বেই ইফতারের আয়োজন শেষ করুন।

\* ইফতারের পূর্বে দুয়া করুন।

\* ইফতারের আয়োজনে বেশী ব্যস্ত থাকায় মহিলারা দুআ করতে পারেন না। এই অবস্থা পরিবর্তন করুন।

\* ইফতারের সময় হঠাৎ কেউ উপস্থিত হলে বিরক্ত হবেন না। এটি আপনার জন্য নেকী অর্জনের একটি বড় সুযোগ।

\* ইফতারের শুরু ও শেষ রসুল (সঃ) এর শিখানো দোয়া পড়ুন। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

\* ইফতার ও সেহেরীর খাদ্য তালিকা সুষম ও সাদামাঠা রাখার চেষ্টা করুন। অতিরিক্ত ভুড়ি ভোজ করলে ইবাদত শক্তি হারিয়ে ফেলবেন।

## আল্লাহ তাআলার করুণা এবং ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য করণীয়

\* আপনার অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার জন্য সুখী ও সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও দয়া অতীব প্রয়োজন এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করুন।

\* ইতিমধ্যে আপনার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের কথা আন্তরিকভাবে স্মরণ করুন।

\* কুরআন মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। কুরআনকে শক্ত হাতে ধারণ করুন।

\* আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সঃ) কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচনা করুন। তার প্রতি বিশ্বাস আনুগত্য বৃদ্ধি করুন। এটা নিশ্চিত যে মুহাম্মদ (সঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থাদ্বয় বিরোধিতা করে কখনও আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে না।

\* মানুষের প্রতি ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি দয়া করুন। কারণ আপনি আল্লাহর কাছে যে দয়া বা অনুগ্রহ আশা করেন তারা তার চেয়ে অনেক কম অনুগ্রহ আপনার কাছে চায়। মানুষের এই অতি সামান্য প্রত্যাশা পূরণ না করে আপনি আল্লাহর কাছে বড় বড় অনুগ্রহ কামনা করে সফল হতে পারবেন না।

\* অধীনস্থদের জন্য কাজ সহজ করুন।

## ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য করণীয়

- \* অত্যন্ত ক্ষমাশীল আল্লাহ ছাড়া পাপ মোচন করার কেউ নেই। দৃঢ়ভাবে তা মনে প্রানে বিশ্বাস করুন।
- \* নিজেকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করবেন না।
- \* জীবনের সকল পাপের কথা মনে করে ক্ষমা চেয়ে নিন।
- \* ইচ্ছাকৃতভাবে এসব গুনাহ আর না করার প্রতিজ্ঞা করুন।
- \* নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
- \* কোন ব্যক্তির কাছে অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিন।
- \* আল্লাহর ক্ষমা অর্জন করতে হলে অন্যদেরকে ক্ষমা করুন।
- \* পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আপনার কাছে অপরাধ করলে তাকে দেখে নেয়া ও পরকালে শান্তির জন্য হুঁশিয়ারী করবেন না। তাকে ক্ষমা করুন আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আগেই।
- \* নিজের ভুলের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবেন না।
- \* কেউ ভুল ধরলে বিরক্ত হবেন না, রাগ করবেন না।
- \* আপনার সমালোচনাকে ভুল সংশোধনের সুযোগ মনে করুন।
- \* ক্ষমা করাকে বোকামী ও দুর্বলতা মনে করবেন না।
- \* ক্ষমা চাওয়াতে নিজেকে ছোট ভাববেন না।
- \* মানুষের গুণাবলী ও যোগ্যতার কথা বিশ্বাস করে তা প্রচার করুন।
- \* মানুষের দোষ, ভুল সহজে বিশ্বাস করবেন না এবং প্রচার করবেন না।

## জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য করণীয়

- \* জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন এবং মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মিনতি জানাতে থাকুন।
- \* জান্নাতের সুখ ও শান্তির ধারণা নিয়ে জান্নাত লাভের জন্য নিয়মিত দুআ করুন।
- \* আপনার চারপাশে অগণিত জাহান্নামবাসী মানুষকে জান্নাতমুখী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- \* গোটা রমযান ধরেই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য। জাহান্নাম থেকে মুক্তি মানেই জান্নাত।

## রাত্রি জাগরণে করণীয়

- \* রমযানের প্রতিটি রাত জেগে ইবাদত করার অভ্যাস করুন।
- \* প্রতি রাতে তারাবীহ পড়ুন।
- \* খতমে কুরআন সহ তারাবী আদায়ের ব্যবস্থা করুন।
- \* তারাবীর রাকাত সংখ্যা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ বিশৃঙ্খলা বন্ধ করুন।
- \* ২৬ রমযান রাতে খতম তারাবীহ শেষ হওয়ার পরও কুরআনের দীর্ঘ তিলাওয়াতে তারাবীহ আদায়ের চেষ্টা করুন।
- \* রাত জেগে ইবাদত করে মসজীদ গুলোকে রাতের ইবাদতে জমজমাট করে রাখুন।
- \* প্রতিদিনের তারাবী হতে হাফেজ যে অংশটুকু পড়েন তারাবীর আগেই সে অংশটুকু আরবী ও তরজমাসহ পড়লে নামাযে বেশী আনন্দ ও মনোযোগ পাবেন।
- \* রমযানের শেষ দিকে বেশী সজাগ সচেতন ও সক্রিয় থাকুন।
- \* প্রাত রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। সেহেরীর ৩০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা আগে উঠে অজু করে ২ রাকাআত তাহিয়াতুল অজুসহ দু রাকাআত করে তাহাজ্জুদ পড়ুন।

## লাইলাতুল কদরে করণীয়

- \* ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তা চেতনাকে সঠিক, স্বচ্ছ ও সহজ করুন।
- \* সৌভাগ্যবানদের উদাহরণ অনুসরণ করুন।
- \* রমযানকে ভাগ্য উন্নয়নের উৎস বানিয়ে ফেলুন। কোন ভাবেই শুধু ২৭ রমযানকে ভাগ্য রজনী হিসাবে সীমাবদ্ধ করবেন না।
- \* অন্তত ৪ রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে কদর অনুসন্ধানের চেষ্টা করুন।
- \* লাইলাতুল কদরের যে দোআটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি বেশী করে পাঠ করুন।

## নামায উন্নয়নে করণীয়

- \* নামাযের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে সতর্ক হোন কারণ আল্লাহর ভয়ে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা না খেয়ে রোযা পালন করে তারা



নামাযের ব্যাপারে কখনই উদাসীন হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বরং নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

\* পবিত্রতা, ওয়ু, গোসল বিশেষ করে প্রস্রাব পায়খানার বিষয়ে অনেক বেশি সাবধান সতর্ক থাকা।

\* যে কোন মূল্যে নামায কাজা করা/ বাদ দেয় বন্ধ করুন।

\* বিশেষ করে ঈদের বন্ধে বাড়ি যাওয়ার পথে এবং কেনাকাটায় ব্যস্ত তায় রমযানের নামায কাজ না হওয়ার ব্যাপারে বেশি সজাগ সতর্ক থাকুন।

\* মহান আল্লাহর কাছে নামায কাজা না হওয়ার জন্য সাহায্য চেয়ে দুআ করুন।

\* তাহতিয়্যাতুল অজু, দুখুলুল মসজিদ, ইশরাক, চাশত সহ অন্যান্য নফল নামাযের অভ্যাস করুন।

\* পুরুষরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামায়াতে পড়ুন।

\* নামাযে মনযোগ বৃদ্ধির জন্য সূরা এবং দুয়া গুলোর অর্থ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করুন।

\* ব্যক্তিগত নামায দীর্ঘ করুন।

\* বাসায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে মাঝে মধ্যে তাহাজ্জুদ আদায় করুন।

\* সুন্নত নফল নামায বাসায় পড়ার অভ্যাস করুন।

মাহে রমযানের বিদায় সম্বর্ধনা অতি উন্নত মানের দুয়া এস্তেগফার দিয়ে সাজান।

হে আল্লাহ, আমায় সুমহান মালিক। আপনি অতীব দয়ালু। আপনি দয়া করে আরও একবার আমাদেরকে মহিমাম্বিত রমযান মাস পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আপনার অনেক গুণকরিয়া। এই মাস পাওয়ার মত কোন যোগ্যতা আমাদের ছিল না।

অতএব, আমাদের প্রত্যেকে যেন আমাদের চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাতে করে নিতে পারি আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন!  
ইয়া রব্বুল আলামিন।

5312657